তারিখঃ ৩০/০৮/২০২৬ খ্রিঃ

বরাবর
চেয়ারম্যান
জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

বিষয়: ঢাকা মোহাম্মদপুর হাউজিং এস্টেটের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা আকলিমা খানম ও নির্বাহী প্রকৌশলীর বিরুদ্ধে ঘুষ দাবির অভিযোগ এবং হেবা সূত্রে নামজারির অনুমতিপত্র প্রদানে দীর্ঘসূত্রতা ও হয়রানির প্রতিকার প্রসঙ্গে।

জনাব,

বিনীত নিবেদন এই যে, আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী ঢাকা মোহাম্মদপুর হাউজিং এস্টেটের দুটি ফ্ল্যাটের বৈধ মালিক। জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনীয় অনুমতি গ্রহণপূর্বক এবং প্রচলিত আইন ও বিধি-বিধান অনুসরণ করে আমি উক্ত দুটি ফ্ল্যাট আমার ছেলে (সাফাওয়ান আবির ত্বাহা) ও মেয়ে (আফসারাহ আনান হিমি) কে হেবা করে প্রদান করেছি।

পরবর্তীতে হেবা সূত্রে উক্ত ফ্ল্যাট দুটির নামজারির অনুমতিপত্র প্রাপ্তির জন্য বিধি মোতাবেক সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে পৃথক দুটি আবেদন দাখিল করা হয়। আবেদন দাখিলের পর দীর্ঘ প্রায় ছয় মাস অতিবাহিত হলেও অদ্যাবধি আমার ছেলে ও মেয়ের নামে নামজারির প্রয়োজনীয় অনুমতিপত্র প্রদান করা হয়নি। উল্লেখ্য, এরই মধ্যে আমার মেয়ের আবেদনের বিষয়ে হাজিরার কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

অত্যন্ত দুঃখ ও উদ্বেগের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা **আকলিমা খানম ও নির্বাহী প্রকৌশলীর বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ হলো— নামজারির অনুমতিপত্র প্রদানের জন্য প্রতি ফ্ল্যাট বাবদ ৬০,০০০/- (ষাট হাজার) টাকা করে মোট ১,২০,০০০/- (এক লক্ষ বিশ হাজার) টাকা অবৈধভাবে দাবি করা হয়েছে।** আমি উক্ত অবৈধ অর্থ প্রদান করতে অসম্মতি জ্ঞাপন করায় আমার আবেদন দুটি স্বাভাবিক প্রশাসনিক প্রক্রিয়ায় নিষ্পত্তি না করে প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এর ফলে নামজারি সংক্রান্ত কার্যক্রম অযথা বিলম্বিত হয়েছে এবং আমি ও আমার সন্তানরা দীর্ঘদিন ধরে হয়রানি ও ভোগান্তির শিকার হচ্ছি।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, **ইতোপূর্বে আমি-সহ উক্ত ভবনের অন্যান্য সকল ফ্ল্যাটের নামজারি সংক্রান্ত কার্যক্রম মোহাম্মদপুর হাউজিং এস্টেট কার্যালয় থেকেই সম্পন্ন করা হয়েছে।** সুতরাং, একই ভবনের অন্যান্য ফ্ল্যাটের নামজারি উক্ত কার্যালয় থেকে সম্পন্ন হওয়ার পরও শুধুমাত্র আমার ছেলে ও মেয়ের নামে হেবা সূত্রে নামজারির ক্ষেত্রে ফাইল প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ এবং কার্যক্রম দীর্ঘসূত্রিতার মধ্যে রাখার বিষয়টি অত্যন্ত অস্বাভাবিক ও প্রশ্নবিদ্ধ বলে প্রতীয়মান হয়।

আমার ছেলে ও মেয়ের আবেদনের তথ্য নিম্নরূপঃ

ক্রম	আবেদনের তারিখ	আবেদনকারীর নাম	ফ্ল্যাটের অবস্থান/ঠিকানা	ফ্ল্যাটের আয়তন	মন্তব্য
০১	১০-০৫-২০২৬ ইং	আফসারাহ আনান হিমি	১০২/ক, রোড-৪, পিসি কালচার হাউজিং সোসাইটির সাব-প্লটের উপর নির্মিত ৩য় তলার এ-২ নং ফ্ল্যাট, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।	১৫৮.৮৬ বর্গমিটার (কার পার্কিংসহ)	অবৈধ অর্থ প্রদানে অসম্মতি জ্ঞাপন করায় ফাইলটি প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ইতোপূর্বে আমি-সহ উক্ত ভবনের সকল ফ্ল্যাটের নামজারি একই কার্যালয় থেকে সম্পন্ন করা হয়েছে।
০২	১৯-০৮-২০২৬ ইং	সাফাওয়ান আবির ত্বাহা	'বি' ব্লকের ৬/১৪, ৬/১৫, ৬/১৬ ও ৬/১৭ নং আবাসিক প্লটের উপর নির্মিত ৪র্থ তলার 'বি/৩', হুমায়ন রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।	১৭১.১৩ বর্গমিটার (কার পার্কিংসহ)	অবৈধ অর্থ প্রদানে অসম্মতি জ্ঞাপন করায় ফাইলটির কার্যক্রমে অগ্রগতি হচ্ছে না।

একটি বৈধ প্রশাসনিক কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য একজন নাগরিককে যদি মাসের পর মাস অপেক্ষা করতে হয় এবং অবৈধ অর্থ প্রদানে অস্বীকৃতি জানানোর কারণে তাঁর আবেদন স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় নিষ্পত্তি না হয়, তাহলে বিষয়টি অত্যন্ত গুরুতর ও উদ্বেগজনক। আমি একজন পত্রিকার সম্পাদক হয়েও যদি এ ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন হই, তাহলে সাধারণ নাগরিকরা একই দপ্তরে কী ধরনের দুর্ভোগের শিকার হতে পারেন, তা সহজেই অনুমেয়।

আমি কোনো বিশেষ সুবিধা বা বিধিবহির্ভূত সুবিধা দাবি করছি না। আমি শুধু প্রচলিত আইন, বিধি-বিধান ও ন্যায়সংগত প্রশাসনিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করে আমার এবং আমার সন্তানদের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করা এবং আবেদন দুটির দ্রুত ও নিরপেক্ষ নিষ্পত্তি চাই।

অতএব, মহোদয়ের নিকট বিনীত কিন্তু জোরালো আবেদন এই যে—

১। আমার উত্থাপিত অবৈধ অর্থ/ঘুষ দাবির অভিযোগটি নিরপেক্ষভাবে তদন্তের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।

২। তদন্তে কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারীর অনিয়ম, দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার, অবৈধ অর্থ দাবি অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে হয়রানির প্রমাণ পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রচলিত বিধি অনুযায়ী যথাযথ প্রশাসনিক ও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।

৩। দীর্ঘ প্রায় ছয় মাস ধরে আমার আবেদন দুটি নিষ্পত্তি না হওয়ার কারণ অনুসন্ধান করে দায়ী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করা হোক।

৪। আমার ছেলে ও মেয়ের নামে হেবা সূত্রে নামজারির আবেদন দুটি প্রচলিত আইন ও বিধি-বিধান অনুযায়ী দ্রুত নিষ্পত্তি করে প্রয়োজনীয় অনুমতিপত্র প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।

৫। গত ২১/০৭/২০২৬ খ্রিঃ তারিখের প্রশাসনিক কর্মকর্তা (এস্টেট), হাজিরার নোটিশের পরিপ্রেক্ষিতে আমি প্রয়োজনীয় সকল মূল কাগজপত্র উপস্থাপন করেছি। পরবর্তীতে মূল কাগজপত্র পাওয়া যায়নি বা উপস্থাপন করা হয়নি—এ ধরনের দাবি করা হয়ে থাকলে বিষয়টি যথাযথভাবে তদন্ত করা হোক।

৬। আমি, **জনাব মোঃ আব্দুল আওয়াল হিমেল**, উক্ত কার্যালয়ে আবেদন দাখিলের পর একই ধরনের নামজারি সংক্রান্ত কার্যক্রম অন্যান্য ক্ষেত্রে ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে সম্পন্ন হওয়ার নজির থাকলে, আমার ছেলে ও মেয়ের আবেদন দীর্ঘ প্রায় ছয় মাসেও নিষ্পত্তি না হওয়ার কারণ নিরপেক্ষভাবে পর্যালোচনা ও তদন্ত করা হোক।

৭। মোহাম্মদপুর হাউজিং এস্টেটের উক্ত দুটি ভবনের মোট ৪৬ (ছেচল্লিশ)টি ফ্ল্যাটের নামজারি সংক্রান্ত অনুমতিপত্র যদি একই কার্যালয় থেকে প্রদান করা হয়ে থাকে, তাহলে আমার ছেলে ও মেয়ের নামে হেবা সূত্রে নামজারির দুটি আবেদন কেন একই প্রক্রিয়ায় নিষ্পত্তি করা হয়নি—তা তদন্তপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।

৮। ভবিষ্যতে কোনো নাগরিক যেন অবৈধ অর্থের দাবি, অযৌক্তিক বিলম্ব, হয়রানি বা ক্ষমতার অপব্যবহারের শিকার না হন, সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।

বিষয়টির গুরুত্ব ও সংবেদনশীলতা বিবেচনা করে আমার অভিযোগটি নিরপেক্ষভাবে তদন্তপূর্বক দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং আমার ছেলে ও মেয়ের নামজারি সংক্রান্ত আবেদন দুটি বিধি মোতাবেক দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য আপনার জরুরি ও সরাসরি হস্তক্ষেপ কামনা করছি।

বিনীত,

(মোঃ আব্দুল আওয়াল হিমেল)
ঠিকানা: ৩৫/ডি, রোড নং-০৭, ব্লক-জি, বনানী, ঢাকা-১২১৩
মোবাইল: ০১৭১১০৪৮৩১০

সদয় অবগতির জন্য প্রেরন করা হলো:
১. পরিচালক, ভূমি ও সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
২. নির্বাহী প্রকৌশলী, ঢাকা ডিভিশন-২, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।
৩. প্রশাসনিক কর্মকর্তা (এস্টেট), জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

সংযুক্তি:
১। নামজারির জন্য দাখিলকৃত প্রথম আবেদনের কপি।
২। হেবা ও সংশ্লিষ্ট অনুমতিপত্র/দলিলের কপি।
৩। হাজিরার নোটিশ ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রের কপি।
৪। অভিযোগের সমর্থনে অন্যান্য প্রাসঙ্গিক কাগজপত্র/প্রমাণাদি।